২৬/৮/2007

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত ২০ হাজার শিক্ষকের আর্থিক অনুদান লাভের বিষয় অনিশ্চিত

শরিফুজ্জামান পিন্টু

নেতৃত্বের কোন্দলে দীর্ঘ সাত বছর বন্ধ থাকার পর চালু হওয়া বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আবারও একই কারণে বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। ফলে অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত শিক্ষক বা তাদের পরিবারের আর্থিক অনুদান পাবার যে ২০ হাজারের মতো আবেদন পড়ে আছে তার ভবিষ্যত নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা। শিক্ষা সচিবের মৌখিক নির্দেশে ট্রাস্টের ফান্ড রিলিজ বন্ধ রাখা হয়েছে। ট্রাস্টের বর্তমান কমিটিতে অশিক্ষক নিয়োগ ও দলীয়করণের ভিত্তিতে ট্রাস্ট পরিচালনার অভিযোগ উত্থাপন করায় শিক্ষা সচিব এ নির্দেশ দেন বলে জানা যায়।

এদিকে কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেছেন, ট্রাস্টের কমিটিতে কে থাকবেন কে থাকবেন না সেটা মুখ্য নয়। ট্রাস্ট বন্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলে '৯১ সালের মতো আবারও শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণধর্মী এই প্রতিষ্ঠানটি যেন বন্ধ হয়ে না যায়। সেক্ষেত্রে দেশের বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীরা কোন অবস্থায় নেতৃত্বকে ক্ষমা করবে না। তিনি প্রতিপক্ষ শিক্ষক সংগঠনের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, আমরা শিক্ষকদের উপকার না করতে পারলেও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যেন তাদের কোনরূপ ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়াই।

জানা যায়, সাত বছর বন্ধ থাকার পর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কল্যাণ ট্রাস্ট পুনর্গঠন করা হয়। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শিক্ষাসচিব, ভাইস চেয়ারম্যান শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি এবং সচিব নিযুক্ত হন অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। মোট ১৪ সদস্যের কমিটিতে একজন অশিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ ওঠে। প্রতিপক্ষ শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট শিক্ষাসচিবের সঙ্গে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হাজির করে। তাদের দাবি অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য বেতনের সরকারী অংশ পান না এবং তিনি একটি রাজনৈতিক দলের থানা শাখার সভাপতি। এছাড়া এই কমিটির বিরুদ্ধে দলীয়করণের অভিযোগ তুলে বলা হয়, হাজার হাজার বেসরকারী শিক্ষকের আবেদন মাসের পর মাস পড়ে থাকলেও এই কমিটি সিরিয়াল ভেঙ্গে সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা কেশবপুরে গিয়ে ৫২ জন শিক্ষককে অনুদান দিয়ে এসেছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট ট্রাস্টের কমিটি পুনর্গঠনের জোরালো দাবি জানিয়ে আসছে।

সূত্র জানায়, এসব অভিযোগ আমলে নিয়ে শিক্ষাসচিব মৌখিকভাবে ট্রাস্টের ফান্ড থেকে অর্থ রিলিজ বন্ধের নির্দেশ দেন বলে জানা যায়। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সমন্বয়কারী মোঃ সেলিম ভূইয়া ও যুগ্ম আহবায়ক অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান জনকণ্ঠকে বলেন, তিনটি কারণে তাঁরা কল্যাণ ট্রাস্ট পুনর্গঠনের দাবি জানাচ্ছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে এই কমিটি অবৈধ ও পক্ষপাতদুষ্ট এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আবার বন্ধ হওয়ার উপক্রম

এদিকে কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ জানান, বহুমুখী প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে ট্রাস্টের প্রবিধান পাস করা হয়েছে। গত ২৬ জুন পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪৫টি আবেদনপত্রের মধ্যে ট্রাস্ট থেকে তিন দফায় ২ হাজার ৪শ' ২৪ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে প্রাপ্য অর্থের চেক বিতরণ করা হয়েছে। এই অর্থের পরিমাণ প্রায় পৌনে আট কোটি টাকা। আরও ২ হাজার ১৫ জনের প্রাপ্য অর্থের চেক ইস্যুর কাজ চলছে। ট্রাস্টের বিভিন্ন কার্যক্রম উল্লেখ করে কাজী ফারুক বলেন, এমতাবস্থায় ট্রাস্টের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে দেশের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মৃত শিক্ষকদের পরিবার কাউকে ক্ষমা করবে না।